কালীগঞ্জের মাঠ থেকে স্কুল শিক্ষকের লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ঈশ^রবা এলাকার একটি মাঠ থেকে তাপস বিষ্ণু (৫৫) নামে স্কুল শিক্ষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার সকাল ১১ টার দিকে কালীগঞ্জ-কোটচাঁদপুর সড়কের ঈশ^রবা এলাকার জামতলা এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। চাঁচড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাপস বিষ্ণু উপজেলার গোপালপুর এলাকার সুনীল বিষ্ণুর ছেলে।

স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, শনিবার রাত থেকে তাপস বিষ্ণু ঈশ^রবা জামতলা এলাকার দোকানে চা-নাস্তা খেয়েছেন। রাত ৯ টার পর থেকে তাকে আর এলাকায় দেখা যায়নি। সকালে কৃষকরা জমিতে পানি দিতে গিয়ে কাঁদার মধ্যে তাকে পড়ে থাকতে দেখে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে।

তাপস বিষ্ণুর ভাই বিদ্যুৎ বিষ্ণু জানান, শনিবার দুপুর থেকে তার ভাই নিখোঁজ ছিলেন। অনেক স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। রোববার সকালে ভাইকে খুঁজতে তিনি কালীগঞ্জ শহরে আসেন। এরপর খবর পান ঈশ^রবা গ্রামের মাঠে একজনের লাশ পড়ে আছে। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ শনাক্ত করেন। তার ভাই দীর্ঘদিন মানসিক রোগে ভুগছিলেন।

কালীগঞ্জ থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, মৃত্যুর কারণ জানতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলেও জানান তিনি।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্স চিকিৎসাধীন ৮২ রোগীর ৪৬ জনই শিশু

তীব্র শীত ও ঠান্ডায় রোগী বেড়েছে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। চিকিৎসাধীন ৮২ রোগীর মধ্যে ৪৬ জনই শিশু। শনিবার সকালে এ চিত্র দেখা যায় স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শয্যা সংখ্যা রয়েছে ৫০ টি। রোগী ভর্তি রয়েছে ৮২ টি। যার বেশির ভাগ রোগীই শিশু। বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক, সেবিকা ও সংশ্লিষ্টরা।

শনিবার সকালে কমপ্লেক্সে স্বজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কমপ্লেক্সের মহিলা ওয়ার্ডে রোগী কিছুটা কম থাকলেও, পুরুষ ও শিশু ওয়ার্ড ছিল রোগিতে ভরা। বেড না পেয়ে ফ্লোরে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকে। তারা বলছেন,বড না পেয়ে ফ্লোরে চিকিৎসা নেওয়ায় আরো সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্রত বেড বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে ভুক্তভোগিরা।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসা শিশু আব্দুল্লার পিতা আলামিন বলেন,গেল দুই দিন যাবৎ আমার বাচ্চা নিয়ে ভর্তি আছি। মূলত ঠান্ডা জ্বর নিয়ে ভর্তি করেছিলাম বাচ্চাকে।

শিশু মুশফিকুরের মা রিক্তা বলেন,পাতলা খানা নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে ছিলাম। এখন আপাতত ভালো আছে বাচ্চাটি।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবিকা তোরানিয়া সুলতানা বলেন, প্রতিদিন বমি,পাতলা পায়খানা ও জ্বর নিয়ে বাচ্চা ভর্তি হচ্ছে। এবারের ঠান্ডায় আগের তুলনায় রোগি খুব বেশি। আমরা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে। এরপরও সেবা দিয়ে যাচ্ছি।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাফসান রহমান বলেন, শিশুরা মূলত ঠান্ডা জনিত কারণে, জ্বর,বমি,শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ ধরনের বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া বড় রোগীরাও পেটে ব্যাথা,পাতলা পায়খানা ও জ্বর নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসছেন। এদের অনেকে ভর্তি হচ্ছেন। আবার কেউ চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,আগে থেকেই এ কমপ্লেক্সে শিশু রোগীর সংখ্যা একটু বেশি। এরপর গেল কয়েকদিনের ঠান্ডা তীব্র ঠান্ডায় বড়,ছোট সবাই আক্রান্ত হচ্ছে, পেটে ব্যাথা,জ্বর ও বমিতে।

তিনি বলেন, এ সব রোগীদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে মোট ৮২ জন রোগী। এরমধ্যে শিশুই ৪৬ জন।আর বাকি ৩৬ জন বড় রোগী।

কোটচাঁদপুরে এক রাতে দুই দোকানে চুরি

এক রাতে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের সামনের দুই দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের এ ঘটনা। চোরেরা নগদ ২৪ হাজার টাকা,কাপড়চোপড় সহ অন্যান্য মালামাল নিয়েছেন বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।

ভুক্তভোগি রবিউল স্টোরের মালিক আল-আমীন বলেন,বৃহস্পতিবার রাতে দোকান ও সমিতির হিসাব করি।এরপর দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়। আজ শুক্রবার সকালে দোকান খুলে দেখি ভিতরে মালামাল উলট- পালট করা। টাকা রাখার ড্রয়ারও খোলা। উপর দিকে তাকিয়ে দেখি ভেন্টিলেটর ভাঙ্গা।

এরপর দোকানের টাকা পয়সা ঠিক আছে কিনা মিলাতে যায়। ওই সময় ধরা পড়ে সমিতির আদায়ের ২১ হাজার টাকা, মালামাল বিক্রির ৩ হাজার মোট ২৪ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। আর মালামাল সব ঠিক আছে।

পাশের প্রভাতী বস্ত্রালয়ের মালিক আসাদুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিনের মত রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়। শুক্রবার সকালে পাশের দোকান মালিক মোবাইল ফোনে জানায় দোকানে চুরি হয়েছে।

এ খবরে দ্রুত দোকানে ছুটে আসি। খুলে দেখি কাপড়-চোপড় সব

উল্টোপাল্টা করা রয়েছে। টাকা রাখার ড্রয়ারও খোলা।

তবে ড্রয়ারে কোন টাকা না থাকায় তা নিতে পারেনি চোরেরা। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

তবে ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ বা জিডি করেনি বলে নিশ্চিত করেছেন,কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এস,আই) প্রসেনজিৎ।

ঝিনাইদহে যুবলীগ নেতা নয়নকে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের আলোচিত যুবলীগ নেতা নয়নকে হত্যা চেষ্টা মামলার অন্যতম পলাতক আসামী কে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

র্যাবের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, বৃহস্পতি বার (৫ জানুয়ারি) র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, নয়ন হত্যাচেষ্টা মামলার অন্যতম পলাতক আসামী ঢাকা মহানগরীর মহাখালী এলাকায় আত্নগোপন রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানিক দলটি ঢাকা মহানগরীর মহাখালী এলাকায় রাত দেড়টার দিকে অভিযান পরিচালনা করে ঝিনাইদহ সদর থানার বয়ড়াতলা গ্রামের মোঃ এনামুল কবির বিপ্লব (৩৮) কে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ যে, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পূর্ব শত্রুতার জেরধরে গত ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে যুবলীগ নেতা নয়ন ইসলাম শহর থেকে নিজ বাড়ীতে ফেরার পথে ঝিনাইদহ সদর থানার বয়রাতলা ফকিরপাড়া এলাকায় পৌছলে গ্রেফতারকৃত আসামীসহ তার সহযোগীরা রামদা, চাইনিজ কুড়াল, লোহার রডসহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিকটিম কে এলোপাথাড়ি ভাবে আঘাত করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম করে। তাৎক্ষনিক ভাবে স্থানীয়রা ভিকটিমকে ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত

চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান শেষে ভিকটিমকে ঢাকা পঙ্গু হাসাপাতালে রেফার্ড করে।

এ বিষয়ে ভিকটিমের পিতা জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঝিনাইদহের সদর থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন। বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উক্ত ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং আসামীদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রাখে।
গ্রেফতারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে ভর্তি ও সেশন চার্জের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ফ্রি ও সেশনচার্জের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। নতুন শ্রেণীতে পুনঃ ভর্তির ক্ষেত্রেও একইভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে বিদ্যালয়টি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালার তোয়াক্কা না করে চলতি ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির নাম করে অর্থ বাণিজ্য করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অভিভাবকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (৩জানুয়ারি) সরেজমিনে ছাত্রছাত্রীদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ছাত্রীদের কাছ থেকে ১ হাজার থেকে ১৫০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। সপ্তম শ্রেণী পুনঃভর্তির ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমে ৫শ’ হতে ১ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। ওই বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন ভর্তির জন্য এক ছাত্রীর কাছ থেকে ১ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে এবং ৭ম

শ্রেণিতে কৃতকার্য হয়ে ৮ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও পুনঃভর্তির জন্য ১ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

অভিভাবকরা জানান, তাদের বাচ্চাদের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ১ হাজার ৫শ টাকা এবং পুনঃভর্তির নামে ৫শ’ হতে ১ হাজার ৫০০ টাকা নিচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে কথা বলতে স্কুলে গেলে প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হয়নি। এ বিষয়ে কোন কথা বলবেন না বলে জানিয়ে সহকারী শিক্ষক আমজাদ হোসাইন বলেন, আসলে এ টাকা সেশন চার্জ হিসাবে নেওয়া হয়। এতো টাকা কেন নেওয়া হয় জানতে চাইলে তিনি বিদ্যালয়ের নানান ব্যয় এবং অনেক শিক্ষার্থী টাকা কম দেয় যেটা আমরা অন্যদের থেকে বেশি করে নিয়ে ঘাড়তি পূরণ করি।

এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী জানান, পুনঃভর্তি ও সেশন চার্জের নাম করে টাকা নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। যদি কোন স্কুল নেয় তাহলে সেটা অনৈতিক এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ারও কোন বিধান নেই। সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫০০টাকা করে নেওয়ার আদেশ আছে।

ঝিনাইদহে বাস নিয়ন্ত্রন হারিয়ে খাদে পড়ে আহত ১৫

ঝিনাইদহে বাস নিয়ন্ত্রন হারিয়ে খাদে পড়ে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের হামদো বাইপাস ঘোষপাড়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে খুলনা থেকে কুষ্টিয়াগামী রূপসা পরিবহনের একটি বাস ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের হামদো বাইপাস ঘোষপাড়া নামক স্থানে পৌঁছালে একটি দ্রুতগামী মোটর সাইকেলের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়। খবর পেয়ে ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

আহতদের মধ্যে ইব্রাহিম হোসেন নামের এক জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় রেফার্ড করে চিকিৎসক।

ঝিনাইদহের আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, সড়কে দুর্ঘটনার কারণে কিছু সময় যানচলাচল বন্ধ ছিলো। আমরা দ্রুত সেখানে গিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছি। ধারণা করা যায় বাসের অতিরিক্ত গতির কারণে এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

বিএডিসি ভূট্টার বীজে চারা না হওয়া কৃষকের মাথায় হাত

বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারন কর্পোরেশন (বিএডিসি)’ভূট্টার বীজে চারা না হওয়ার অভিযোগ কোটচাঁদপুরের চাষিদের। এতে করে ১২ শ চাষির ৬ লক্ষ্যাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন তারা।

উপজেলার বলাবাড়িয়া গ্রামের ভূট্টা চাষি বিল্লাল হোসেন ও আবু বক্কর বলেন, আমরা সরকারি প্রণোদনার ভূট্টা বীজ ও সার পেয়ে ছিলাম। ওই বীজ বপন করে আমাদের জমিতে একটা চারাও হয়নি। এছাড়া আমাদের সঙ্গে যারা ওই বীজ বপন করেছিল তাদেরও একই অবস্থা।

এরমধ্যে রয়েছে, ইউপি সদস্য বাবুল হোসেন, খোকন মন্ডল, জাকির হোসেন,আমির হোসেন,বজলে শেখ, ইফাদুল ইসলাম,শামসুল ইসলাম,টিটোন রহমান,মাসুম খান।

ওই গ্রামের ছোট বাবু বলেন,আমি সরকারি প্রণোদনার বীজ,সার পায়নি। আমি আমাদের সাইনবোর্ড বাজারের সাইফুল ইসলামের দোকান থেকে ৩ কেজি ভূট্টার বীজ কিনে ছিলাম। ওই বীজের মধ্যে সে এক প্যাকেট সরকারি বীজ দিয়ে দেন জোর করে। গ্যারান্টি দেন চারা গজানোর। ওই বীজ সহ মোট তিন কেজি বীজ জমিতে লাগিয়ে ছিলাম। এরমধ্যে সরকারি বীজে একটা চারাও হয়নি।

পরে তিনি ওই দোকানিকে জানালে,তিনি বীজটা ফ্রি দিতে চেয়েছেন। তিনি বলেন,এক বিঘা জমি তৈরিসহ,সার মিলিয়ে আমার ৬ হাজার টাকার মত

খরচ হয়েছে। প্রতিটি চাষিরই এ ধরনের খরচ হচ্ছে বলে এলাকার চাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, শুধু বলাবাড়িয়া গ্রামের চাষিদের না,পুরো উপজেলায় একই চিত্র। এ মৌসুমে আমরা ১২ চাষিদের মধ্যে ভূট্টার বীজ ও সার দিয়ে ছিলাম। তাদের কারোরই চারা হয়নি।

ইতোমধ্যে আমরা মাঠ ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছি। আপনারা বিএডিসি কে জানিয়েছেন কিনা,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, না আমরা তাদেরকে জানাবো না। আমরা আমাদের কৃষি বিভাগের স্যারদের অবহিত করবো। যা করারা ওনারা করবেন।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মহাসিন আলী বলেন,আমরা তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়েছি। যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমাদের কৃষি বিভাগ নিবেন।

ঝিনাইদহ (বিএডিসি) বীজ বিভাগের উপসহকারী পরিচালক সুমি বারুই বলেন,কোন কৃষি অফিস আমাদের এ ঘটনা জানাননি। আপনার কাছে এ প্রথম জানলাম। তবে বীজ এমন হওয়ার কথা না। বীজ কিছুদিন চাষিদের হাতে পৌছাতে দেরি হয়েছে। আর আমরা বীজের সব ধরনের পরিক্ষা নিরিক্ষা করে,কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়েছি। আমরা কোন চাষিকে এ বীজ দেয়নি।

ঝিনাইদহ বিএডিসির পরিচালকের মোবাইল নাম্বার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উপজেলার প্রতিটি কর্মকর্তার কাছে ডিডি স্যারের নাম্বার আছে। তারা যখন নাম্বার টা দেয়নি। তাহলে আমি নাম্বার টা কিভাবে দিবো।

সাময়িক বরখাস্ত কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা

কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ

কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মনিরুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন রতন মিয়া। তিনি নভেম্বর মাসে বদলি হন। এ কারনে পদশুন্য হয়ে যায়। এরপর গেল ১৩ নভেম্বর আব্দুর রশিদ কোটচাঁদপুরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।

আব্দুর রশিদ এর আগে কুষ্টিয়া কুমারখালি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওই সময় ওই কর্মকর্তার নামে কুষ্টিয়ার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে বিশেষ মামলা করেন দুর্নীতি দমন কমিশন। মামলা নাম্বার -৮/২০২১। দুদকের ওই মামলায় আব্দু রশিদকে কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে সরকারি চাকুরি আইনে-২০১৮ এর ৩৯(১) এর ধারা অনুযায়ী গেল ৬ ডিসেম্বর সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে কোটচাঁদপুরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্বে রয়েছেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মনিরুল ইসলাম।
তিনি বলেন,আব্দুর রশিদ কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে থাকা কালিন সময় দুদকের মামলা হয়। ওই মামলায় তিনি সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। বর্তমানে আমি কোটচাঁদপুরে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছি ।

কোটচাঁদপুর ককটেল ও বোমা উদ্ধার মামলায় ৬ বিএনপির কর্মী

গ্রেফতার

ককটেল ও বোমা উদ্ধার মামলায় ৬ বিএনপির নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছেন তাদেরকে। মামলায় সংশ্লিষ্টতা ছাড়া নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা হবে না বললেন,মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুর রহমান।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গেল বুধবার (০৭-১২-২২) তারিখ রাতে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ টি ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেন স্থানীয় থানা পুলিশ।

ওই ঘটনায় কামরুল হাসান (কাকন) বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেন। যার নাম্বার- ৩,তারিখ- ৭-১২-২২। ওই মামলায় পুলিশ শনিবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় থানা পুলিশ ৬ বিএনপি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেন।

এরমধ্যে রয়েছে কোটচাঁদপুর পৌরসভার দুধসরা গ্রামের জয়নাল হোসেনের ছেলে কাউন্সিলর আবু হানিফ, ভবানিপুরের সাফদার হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান,উপজেলার গুড়পাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহিম বিশ্বাসের ছেলে মনিরুজ্জামান,বহিরগাছি গ্রামের মৃত মুনসুর মন্ডলের ছেলে তোয়াছ উদ্দিন,ইকড়ার শমসের মন্ডলের ছেলে ইব্রাহিম মন্ডল,বলাবড়িয়া গ্রামের মৃত আতর আলীর ছেলে ইদ্রিস আলী খান, বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুর রহমান বলেন,ওই মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। মামলায় এজাহার ভুক্ত কোন আসামি নাই। সবাই অজ্ঞাত। মামলার আসামি গ্রেফতার অভিযান চলমান রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মামলার সংশ্লিষ্টতা ছাড়া কোন নিরীহ মানুষকে এ মামলায় হয়রানি করা হবে না।

শৈলকুপায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে শৈলকুপায় এক ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারকে অত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এই সংখ্যালঘু পরিবারের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন তন্ময় মজুমদার। তিনি শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া গ্রামের তুষার কান্তি মজুমদারের ছেলে। সংবাদ সম্মেলনে চিন্ময় কুমার মজুমদার, তুষার কান্তি, অমলা রানী মজুমদার ও তাপসি মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে তন্ময় মজুমদার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন, শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুলের নির্দেশে ২০২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আমাকে ফরিদ মেম্বর ও মাহাতাব খা শ্রীপুর বাজারে ডেকে নিয়ে জোর পুর্বক স্ট্যম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। এ ঘটনায় আমার পিতা তুষার কান্তি মজুমদার নিজের প্রাণ রক্ষা ও শিমুলের হাত থেকে জমিজমা রক্ষার স্বার্থে আমার নামে মামলা করে জেলে পাঠিয়ে দেন। আমি ২০২১ সালের ১৫ মার্চ থেকে এ বছরের ২৬ সেপ্টম্বর পর্যন্ত কারাভোগ করি। কারাগারে থাকা অবস্থায় শিমুলের সন্ত্রাসী বাহিনী আমার পরিবারের উপর অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার করতে থাকে। ২০২১ সালের ৫ জুলাই শিমুলের লোকজন বাড়িতে হামলা করেই ক্ষ্যন্ত হয়নি, মিথ্য মামলা দিয়ে হয়রানী করতে থাকে। তারা পুকরের মাছ ও গাছের নারিকেল লুটপাট করে।

তন্ময় অভিযোগ করেন, আলফাপুর রত্নহাট বগুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চল্লিশ শতক জমি দান করা হলেও দাতা সদস্য হিসেবে তার পিতার কোন নাম রাখেনি। লিখিত বক্তব্যে দাবী করা হয়, এলাকার আতিয়ার, লাল মিয়া, কামাল ও বিল্লাল আমাদের বেদখরকৃত জমি ফেরৎ দিবে বলে কথা দিলেও যুবলীগ নেতা শিমুলের কারণে জমি ফেরৎ দিচ্ছে না। এছাড়া দুইটি পুকুরের লীজের টাকাও তিনি দিচ্ছে না। তন্ময় মজুমদার শিমুল ও তার দলবলের হাত থেকে এই সংখ্যালঘু পরিবারকে রক্ষার জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তেক্ষেপ কামনা করেছেন।